প্র চ্ছ দ
কা হি নী

বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের উত্থান কাহিনী

কে কত টাকার মালিক

কীভাবে একজন বিল গেটস বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন, কীভাবে একজন ওয়ারেন বাফে তার ছোট ব্যবসাটিকে বিশাল কোম্পানিতে পরিণত করেছেন ... এর পেছনে আছে অনেক কাহিনী ... লিখেছেন **নাসিম আহমেদ**

ডাক্তাররা কসাই। দুই-একবার তাকায়, হাত-পা ছুঁয়ে দেখে। খস খস করে কাগজে জটিল ওষুধপত্রের নাম লেখে, আর টাকা বানায়। সুস্থ লোকের জটিল রোগ, ভুল চিকিৎসা করতে তাদের জুড়ি নেই। প্রচলিত ধারণা এমনটিই। সবাই অবশ্য এমন নন। রোগীদের কষ্ট ভোলাবার জন্য ডাক্তাররাও চিন্তা করেন। এমন চিন্তা করেই ল্যাবরেটরিতে গিয়েছিলেন এক ডাক্তার। অনেক খেটেখুটে নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য মিলিয়ে কালো রঙের মিষ্টি এক তরল পদার্থ তৈরি করেন। উদ্দেশ্য মিষ্টি তরল পদার্থটি রোগীদের খেতে দিয়ে অস্ত্রপচার করা। এতেও যদি তাদের দুর্ভোগ কমে। মিষ্টি এই পদার্থটি অবশ্য রোগীদের পছন্দ হয়নি। তাই মাত্র দুই ডলারে ডাক্তার তার গোপন ফর্মুলাটি বিক্রি করেন। ক্রেতা লোকটি এই ফর্মুলাটি বিক্রি করে এক ব্যবসায়ীর কাছে। সেই ব্যবসায়ীর দূরদর্শিতায় জন্ম হয় 'কোককোলা'র। শুধু আমেরিকায় কোম্পানিটি গত বছরের আয় ১২ লাখ ৫ হাজার ৫শ' ২০ টাকা।

ব্যবসার মজাটাই এখানে। একই আইডিয়া কখনও সফল হবে, কখনও হবে না। কোনো দেশে চলবে, কোনো দেশে চলবে না। সফল ব্যবসায়ী হওয়াটা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর নির্ভর করে না। সঙ্গে আরও গুণাবলী প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমান যুগে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই যুগে সফল ব্যবসায়ী মানেই পয়সাওয়ালা। সঙ্গে যশ-খ্যাতি আর দায়িত্ব। সমাজের প্রতি, প্রতিষ্ঠানের প্রতি, এগুলো সবই দৃশ্যমান, যেটা অদৃশ্য তা হলো ক্ষমতা। একমাত্র আইন ভঙ্গকারী ছাড়া আর প্রায় সব ধনকুবেরই কমবেশি ক্ষমতা ভোগ করেন। সেটা আমেরিকাই হোক, কিংবা বাংলাদেশ।

বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী 'প্রযুক্তি জাদুকর' বিল গেটস-এর কথাই ধরুন। এ মুহূর্তে তিনি যদি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের মূল্য সাময়িক বদল করেন। কিংবা অপারেটিং সিস্টেম সরবরাহ করা বন্ধ করে দেন তাহলে ক্ষতির পরিমাণ কয়েক বিলিয়নের ওপরে হবে। ব্যাংক থেকে শুরু করে খাবার দোকান, গেমস্-এর দোকানে পর্যন্ত লালবাতি জ্বলতে পারে। এমনতর ক্ষমতাশালী হলে আর কি কিছু লাগে? একজন লোক যখন বিশাল জনগোষ্ঠীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হয়ে পড়েন, তখন দোষগুলোতে লঘুদণ্ড দেয়া হয়। মাইক্রোসফটকে কপিরাইট মামলায় অর্থদণ্ড দিতে হয়েছিল। তবে লাইসেন্স বাতিলের মতো শাস্তি হতে পারতো যেটা তাদের হয়নি। কারণ, ব্যবসা শুরুর কয়েক বছরের মধ্যেই 'উইন্ডোজ' দুনিয়া দখল করে নিচ্ছিল। কম্পিউটার সিস্টেম বাতিল হলে ক্ষতি অনেক বেশি হতো।

উইলিয়াম এইচ গেটস থ্রি, অর্থাৎ বিল গেটস উকিল বাবার খেয়ালি ছেলে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও বেশি দিন থাকতে পারেননি। না আপনার-আমার মতো ফাঁকিবাজ ছিলেন না। অলসতাও ছিল না তার মধ্যে। বিল হার্ভার্ডে টিকতে পারেননি, কারণ প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতি তার পছন্দ হয়নি। তিন বছরের পুঁচকে থাকার সময়ও বিল স্কুলে না যাবার চিন্তা করেছিলেন। শিক্ষিকা মাকে তিনি নিজের কম্পিউটার কোম্পানির আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছিলেন। মায়ের ধমকের কারণেই শেষ পর্যন্ত হাইস্কুল শেষ করেন বিল।

বিশ্বের শীর্ষদশ ধনী

	নাম	টাকা (কোটি)
১.	উইলিয়াম এইচ গেটস থ্রি	৩১৬৮০০
২.	ওয়ারেন বাফে	২১০০০০
৩.	কার্ল ও থিও অ্যালবার্খ	১৬০৮০০
৪.	পল জি অ্যালেন	১৫১২০০
৫.	লরেন্স জে এলিসন	১৪১০০০
৬.	জিম সি ওয়ালটন	১২৪৮০০
৭.	জিন টি ওয়ালটন	১২৪২০০
৮.	অ্যালিস ওয়ালটল	১২৩০০০
৯.	রবসন ওয়ালটন	১২৩০০০
১০.	হেলেন আর ওয়ালটন	১২২৪০০

ঐ পর্যন্তই। হার্ভার্ড থেকে বের হয়ে মাথার মধ্যে গিজ গিজ করতে থাকা হাজারো বুদ্ধি তিনি কাজে লাগানোর চিন্তাভাবনা শুরু করেন। মাইক্রোসফটের জন্মের আগে তিনি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করতেন, কিছু গড়ার নেশায় উন্মত্ত বিল কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। সামাজিকতা খুব বেশি ছিল না। দাওয়াত-টাওয়াতে গেলেও তার মূল ইচ্ছে এবং আগ্রহ ছিল কম্পিউটার এবং ম্যাকিনটশ বিষয়ে। অন্য বিষয়ে তিনি ছিলেন 'ব' কলম। নেপোলিয়ন বা রাজনীতি কিংবা শেয়ারবাজার নিয়ে তার আগ্রহ ছিল না একেবারেই। দাওয়াত ছাড়া বেশির ভাগ সময়ই তার প্রিয় খাবার ছিল ফাস্টফুড। কারণ, ঝামেলা ছাড়া সবচেয়ে কম সময়ে খাওয়া যায়। ফোন তুললেই হোম ডেলিভারি...। প্যাকেট থেকে খাও। প্যাকেট ফেলে দাও। আর কাজ কর। অবশ্য ফেলে দেবার কাজটি বিল তার ঘরেই করতেন। তাই মার বকাও খেয়েছেন। এখনও করেন। তবে হাউস কিপার আছে তো, তাই সমস্যা হয় না।

সাহসী না হলে আজকে হয়তো বিল গেটস্‌কে কেউ চিনতো না। প্রায় দুই বছরের হাড়ভাঙা পরিশ্রম, রাত-দিনের ফাস্ট ফুড হজমের পর তৈরি হয় উইন্ডোজ। ১৯৮৫ সালে তার প্রাথমিক প্রদর্শনী ছিল চরম ফ্লপ। বিশেষজ্ঞ, বন্ধু-বান্ধব, এমনকি বিনিয়োগকারীরাও বিলকে পরামর্শ দিয়েছিল ব্যাপারটি ভুলে যেতে। বিলের পরিকল্পনা ছিল বাজারে উইন্ডোজ ছাড়া। তৎকালীন ম্যাক কম্পিউটারের প্রোগ্রামগুলো ছিল জটিল। ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাজনক নয়। এদিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি হয়েছিল 'উইন্ডোজ'। অথচ উপস্থিত সবার মতামত ছিল পরিকল্পনার বিপক্ষে। সবাই বলেছিলেন, মানুষ উইন্ডোজ কখনও ব্যবহার করবে না। ম্যাকিনটশকে কখনও হারানো সম্ভব নয়। হায়, অবুঝ মানুষ! পৃথিবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ হলে কি আর জ্যোতিষীদের ভাত জুটতো? যাই হোক অ্যাডভেঞ্চারার্স বলেই হয়তো বিল পরিকল্পনাটিকে বাস্তবতার মুখ দেখাতে উদ্যত হলেন। কয়েক মিলিয়নের প্রজেক্টে শেষ পর্যন্ত অন্যরা সাহায্য করলে বাজেট প্রায় একশ মিলিয়নের কাছে পৌঁছায়। প্রাথমিকভাবে পুরোটা অবশ্য বিল দেননি। তবে প্রজেক্ট চালু হবার পর যতোটা সম্ভব অংশীদারিত্ব কিনে নেন। তাই তিনি এখন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক। এখন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। বিলের সাম্রাজ্য আরও বাড়বে। এখন তিনি দিনে পনেরো ঘণ্টা কাজ করেন। সেই ফাস্ট ফুড তো চলছেই। তার ব্যবসায়িক সাফল্য অবশ্য অন্য জায়গায়। মাইক্রোসফটের কর্মচারীদের দেখলে তা বোঝা যায়। কাজের অভিজ্ঞতা, ভালো ডিগ্রি বা ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা ছাত্র মাইক্রোসফট চায় না। মাইক্রোসফট চায় বিল গেটস্‌দের। যারা ক্রিয়েটিভ, স্মার্ট, একাগ্রচিত্তের অধিকারী, অ্যাডভেঞ্চারস এবং জ্ঞানপিপাসু। সিয়াটলের হেড অফিসটির পরিবেশ এমনই। ওখানে কোনো নতুন কর্মচারীও অবাক হন না যদি দেখেন বিল তাকে ই-মেইল করেছেন। কারণ তথ্য আদান-প্রদান, ব্যবহারে সবার অধিকার এই অফিসে সমান। নয়া পাস করার চাকরি দেয়ার পর তাদেরকে হাতে কলমে কাজ

বদরাগী হলেও লরেন্স জে এলিসনের ওরাকল ভালো ব্যবসা করছে

সনাতন পদ্ধতিতে ব্যবসা করেই বড়লোক হয়েছে বাফে

বিল গেটসের বন্ধু পল জি অ্যালেন - এখন নিজেই প্রতিষ্ঠান দিয়েছেন

শেখানো হয়। নয়া বলে অনেক বেশি বেতনও মাইক্রোসফটকে গুণতে হয় না। যেটা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুণতে হয়। অফিসে প্রত্যেকে ৭০/৮০ ঘণ্টা (সপ্তাহে) কাজ করেন। এতে আপত্তি থাকে না। কারণ সবার চেয়ে বেশি কাজ করেন বিল গেটস নিজে। নতুনরা ভালো করলে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। টমাস দিমিত্রি (প্রোগ্রামার) ঢোকার পর পর ভালো কাজ করার জন্য দেড় লাখ ডলার বোনাস পান। পুরো অফিসের সিস্টেমটাই এমন যে, লোকজন সেখানে ছুটিতেও ব্যবসা/প্রোগ্রাম নিয়ে চিন্তা করেন। একসঙ্গে পাঁচজন আড্ডা দিলেও বিষয়বস্তু হয় মাইক্রোসফট আনুষঙ্গিক। তাদের ব্যবহৃত শব্দগুলো কম্পিউটার সংক্রান্ত, যেমন 'আপনার ব্যান্ড উইথড্ ভালো'। অফিসের কেউ এটা বললে বুঝবেন 'আপনি ইন্টেলেক্ট'। 'ও নন লিনিয়ার' বললে বুঝতে হবে ব্যক্তিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে কিংবা প্রচণ্ড রেগে আছে। এভাবে লোকদের জীবনযাত্রায় রয়েছে মাইক্রোসফট, যেখানে প্রত্যেকে একেকজন বিল গেটসের মতো জিনিয়াস। এই জিনিয়াসদের নিয়েই বিল তার উইন্ডোজের সাফল্যের পর বাজারে আনেন ৩.১১, ৯৫, ৯৮, ২০০০, মিলেনিয়াম, এক্সপি ভার্সনগুলো। বিভিন্ন সফটওয়্যারের সমস্যা চিহ্নিত করে নতুন নতুন সফটওয়্যার ছেড়েছে বিল অ্যান্ড কোং। এক্সেল শুরু থেকেই বাজার মাতিয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে ওয়ার্ড, ডেটাবেজ সফটওয়্যার নিয়ে। তবে এমএস ওয়ার্ডের নিত্যনতুন ফিচার উদ্ভাবন অন্যদের পিছু হটিয়েছে। অ্যাকসেস ভালো কাজ করলেও ডেটাবেজে মাইক্রোসফট একচেটিয়া ব্যবসা নিতে পারেনি মূলত তাদের উঁচু গবেষণা খরচের জন্য। অন্যগুলোতে টেক্কা দিতে অবশ্য বিলকে অনেক ঘাম ঝড়াতে হয়েছে। কষ্ট হয়েছে লাইন ম্যানেজার এবং তার দলের। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে তাদের পরিকল্পনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বিল পছন্দ হয়নি বলে। অন্য বসদের মতো বিল আয়েশি নন। পুরো দলটির মতো তিনিও গবেষণা করেন। যখন যেটার দরকার। অ্যাপেল ম্যাকিনটশের মামলার সময় তিনি কপিরাইট নিয়ে পড়েছেন। নেপোলিয়নের জীবনী জানতে তিনি পড়েছেন। কয়েকটি আত্মজীবনী আন্দাজ করুন। একটি? এটা তো সাধারণ মানুষই করবে। পাঁচটি অসাধারণত্বের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু, বিল তো যা জানবেন তার পুরোটা জানতে চান। এ জন্যই তিনি ব্যবসায় মার খান কম। তাই বাজারে প্রকাশিত ১২টি নেপোলিয়নের আত্মজীবনীই তিনি পড়েছেন, নোট করেছেন। অন্যান্য চেয়ারম্যান বা সিইওরা যেখানে নির্দেশ দিয়েই খালাস সেখানে বিল খোঁজ-খবর রাখেন পুরোদস্তর। এ জন্যই বাজারে বেরিয়েছে পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সপ্লোরার, আউটলুকের মতো সহজ সফটওয়্যার। পদবি যাই হোক না কেন, আইডিয়া এলে যে কোনো কর্মচারী বিলকে সরাসরি লিখতে পারেন। চিন্তাধারা, চাহিদা থেকেই বিল নতুন পরিকল্পনা তৈরি করেন।

শীর্ষ দশ সিইও

নাম	প্রতিষ্ঠান	হাজার কোটি টাকা
১. লরেন্স জে এলিসন	ওরাকল	১৪১০
২. মাইকেল এস ডেল	ডেল কম্পিউটারস	৯৬০
৩. জোসেফ স্ট্রাউস	জেডি এস ইউনিফেজ	৭২০
৪. হাওয়ার্ড সোলোমন	হেলথ্ কেয়ার	৬০৬
৫. রিচার্ড ডি ফেয়ারব্যাঙ্ক	ক্যাপিটাল ওয়ান ফিন্যান্সিয়াল	৫৫৮
৬. এনজিন আইসেনবার্গ	ন্যাবরস ইন্ডাস্ট্রিজ	৫৪০
৭. রিচার্ড এস ফাড জুনিয়র	লেহ্মান ব্রস হোল্ডিংস	৪৯৮
৮. জোসেফ পি ন্যাচচিও	কোয়েস্ট কমিউনিকেশন্স	৪৫০
৯. ল্যানডন এইচ রোল্যান্ড	স্টিল ওয়েল ফিন্যান্সিয়াল	৪২০
১০. টমাস এম সিবেল	সিবেল সিস্টেমস্	৩৮৪

ধনীদের তালিকায় সিইও

লরেন্স এলিসন ওরাকলের সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইতিমধ্যেই শীর্ষ ধনীদের তালিকায় আছেন। সিইওরাই মূলত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালায়। তাদের ওপর প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে নির্ভরশীল। লরেন্সের পর সিইওদের মধ্যে এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি বেতন পাচ্ছেন ডেল কম্পিউটারের মাইকেল এস ডেল। ডেল কম্পিউটারের নতুন গেটআপ বাজারে ভালো সাড়া ফেলেছে। ইন্টারনেট, ডাটাবেজেও ডেল বিনিয়োগ করছে। কলেজের পাঠ তিনি শেষ করেননি। স্কুলে থাকতে খবরের কাগজ বিক্রি করতেন। কলেজে তার মাথায় 'ডেল কম্পিউটার'-এর ভূত চেপে বসে। ব্যস সেই শুরু। বর্তমানে ডেল আমেরিকার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পিসি।

জোসেফ স্ট্রাউস বর্তমানে জেডিএস ইউনিফেজের সিইও। ডেলের মতো তিনি প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা। টেলিকমিউনিকেশন ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ২১ বছরের পুরনো। ফেয়ারব্যাংক, রিচার্ড জুনিয়র এবং রোল্যান্ডের কাজ অনেকটা একই। সহজ ভাষায় বিভিন্ন প্রকল্পের ঝুঁকি নির্ণয় করে অর্থায়ন করা। এদের মধ্যে রিচার্ড জুনিয়র সবচেয়ে সিনিয়র। তিনি ৩৩ বছর ধরে কাজ করছেন। রোল্যান্ড কাজ করছেন ২২ বছর ধরে। অন্যদিকে ফেয়ারব্যাংক আছেন ১৪ বছর ধরে। এনার্জি ইন্ডাস্ট্রির আইসেনবার্গ কাজ করছেন ১৫ বছর ধরে। অনেকে মনে করেন, এনার্জি সেক্টরে ভালো প্রকল্প চিহ্নিত করায় তার প্রতিভা জন্মগত। ডাকসাইটে নাম পেয়েছেন হাওয়ার্ড সোলোমন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তার পরিকল্পনাগুলো ফরেস্ট ল্যাবের আয় বাড়িয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রায় ২৫ বছর ধরে কাজ করছেন। মাত্র ৫ বছর কাজ করেই শীর্ষদশ সিইওতে এসে পড়েছেন জোসেফ। কোয়েস্ট কমিউনিকেশন্সের সাফল্যের মূলে আছেন তিনিই। ডেলের প্রাক্তন কর্মচারী টমাস সিবেল নিজের কোম্পানি সিবেল ইন্ডাস্ট্রির সিইও। তার সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানটি ওরাকলের মতো ডাটাবেজ সফটওয়্যার তৈরি করে। গবেষণা নয়, বাজারজাতকরণ পদ্ধতিই সিবেল নির্ণয় করেন।

তার সর্বশেষ উদাহরণ মাইক্রোসফটের 'এক্স বক্স'। বাচ্চাদের ভিডিও গেমস্, কম্পিউটার গেমস্ ইত্যাদিতে আগ্রহ এখন বিলের। তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী নিনটেন্ডো এটা জানতে পারার পর থেকেই চিন্তিত। কারণ সাফল্য আর বিল গেটস্ একই কথা। এটা সবাই জানে। এ জন্যই অর্থনৈতিক মন্দাতে যখন সব প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সব শেয়ারের দাম পড়ছিল, তখনও মাইক্রোসফটের দাম পঞ্চাশ ডলারের ওপরে ছিল। প্রতিষ্ঠানের লাভ শেয়ারের দাম আরও বাড়াবে। প্রতিষ্ঠানের লাভ বিল গেটসের সম্পদ বাড়াবে। ক্ষমতা বাড়াবে। তিনি যেভাবে একের পর এক ক্ষেত্র প্রযুক্তি দিয়ে জয় করছেন তাতে খুব শীঘ্রই তিনি হুমকি হয়ে দাঁড়াবেন সবার কাছে। যেমনটি হয়েছে আমেরিকা। কিছু করার আগে আমেরিকার সম্মতি লাগে এখন। বছর দশেক আগে ব্যবসার সময় বিল গেটসের সাহায্য লাগবে। বিল মুখ ঘুরিয়ে নিলেই ব্যবসা শেষ। দেউলিয়া হবে প্রতিষ্ঠান, পাতলা হয়ে যাবে আপনার-আমার মানিব্যাগ।

বইয়ের গৎবাঁধা নিয়মকানুন মেনে চলেন ওয়ারেন ই. বাফে। বর্তমান সময়ের দ্বিতীয় ধনকুবের। নেব্রাস্কার অধিবাসী তার বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ে শুরু করেছিলেন ১৯৬৫ সালে। সঙ্গে তার স্ত্রী। ছোট সেই ব্যবসা এখন বদলে গেছে। ছাত্র অবস্থায় যা শিখেছেন তার পুরো প্রয়োগ করেছেন ওয়ারেন। কঠোর পরিশ্রম করে জমানো তহবিল তিনি বিনিয়োগ করে গেছেন একে একে। কারণ তার বিশ্বাস বিনিয়োগই তার আয় বাড়াবে। গেটসের মতো তিনি অ্যাডভেঞ্চারাস নন। সনাতন পদ্ধতি তার পছন্দ। 'ভালো কোম্পানি অথচ অর্থকড়ির সমস্যা আছে' এগুলোই তার টার্গেট। সম্ভাবনাময়, ভালো কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন তিনি। পঁচিশ বছর বয়সে বাফে তার ব্যবসায়িক বুদ্ধি খাটাতে শুরু করেন। তার পার্টনারশিপ ব্যবসার শুরু সে সময়ই। ৭১ বছর বয়সী অভিজ্ঞ বিজনেসম্যান নিজের চেষ্টায় উঠেছেন। এক সময় তিনি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কারণ, প্রযুক্তি ব্যবসায় মূল্য উত্থান-পতনের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। আজকের অবস্থা থেকে পরের এক বছর আন্দাজ করা কঠিন। তার ওপর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জড়িত হতে হলে যে ধরনের দূরদর্শী চিন্তাভাবনা প্রয়োজন তা বাফের নেই। জমিদারি ব্যবসার মতো বাফে দখলদারিত্ব বোঝেন। তবে পুরো ব্যবসা কব্জা না করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনায় তিনি উৎসাহী। এভাবেই তিনি তার সম্পদ বাড়িয়েছেন। টুইন টাওয়ারের ঘটনায় এ বছর ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় তার ক্ষতি হয়েছে ২.৪ বিলিয়ন ডলার। গত বছর তার প্রতিষ্ঠান আশাতীত ভালো করায় লোকসানের মুখ দেখেনি।

জিম সি. ওয়ালটন : ওয়াল মার্টের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৯২ সালে মারা যান

কার্ল অ্যালবার্খ : শীর্ষ ধনীদের মাঝে ইউরোপের প্রতিনিধি

জার্মানির কার্ল ও থিও অ্যালবার্খের ব্যবসা একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। জার্মানিতে তারা বিশাল জমির মালিক। আধুনিক বর্গা ব্যবসা তাদের। রিয়েল এস্টেট, লিজিং থেকে দুই জার্মান প্রচুর রোজগার করেন। নতুনভাবে শুরু করা সুপার মার্কেট ব্যবসা যথেষ্ট লাভজনক। আইডাহোতে তারা বেশ কয়েকটি সুপার মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে তাদের মূল আয় হয় ১০টি দেশে স্থাপিত প্রায় ৪০০০ ডিসকাউন্ট দোকান থেকে। বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ডিসকাউন্টে বিক্রি করেই তারা পয়সা বানিয়েছে। ব্যবসাটি মূলত অনেকেই জানেন। চাহিদা আছে এমন জিনিস কিনে ডিসকাউন্টে বিক্রি করা। আবার কোনো কোনো সময় একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনলে কিছু জিনিস বিনামূল্যে বা একেবারে নামমাত্র মূল্যে ছেড়ে দেয়া। যারা সব সময়কার গ্রাহক তাদের জন্য ডিসকাউন্ট কার্ড ছেড়ে দারুণ ব্যবসা করেছেন দুই জার্মান।

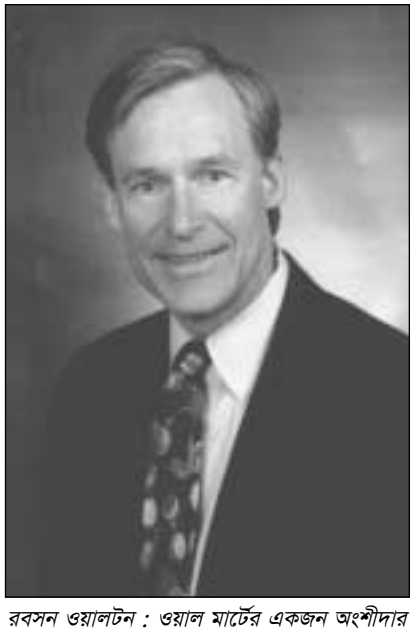

রবসন ওয়ালটন : ওয়াল মার্টের একজন অংশীদার

পল জি অ্যালেনের ব্যবসা একটু ভিন্ন রকমের। তিনিও বিনিয়োগকারী। তবে তার বিনিয়োগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রকে ঘিরেই। হাজার হোক মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন তো, মজ্জায় প্রযুক্তি মিশে গেছে। তাই অন্য কিছু করা তার জন্য কঠিন। এখনও তিনি মাইক্রোসফটের কিছু শেয়ার রাখেন। তবে বোর্ডে বসার মতো নয়। নিজের মতো ব্যবসা করবেন বলে মাইক্রোসফট থেকে অন্যদিকে তার মনোযোগ গেছে। ভালকান ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠা করে তিনি ইন্টারনেট ও টেলিকম

ব্যবসার প্রথম দিকে বিনিয়োগ করেন। দূরদর্শিতা আর কাকে বলে। এখন ইন্টারনেট ক্যাবল ব্যবসায় তিনি দারুণ সফল। চার্টার টেলি কমিউনিকেশনের শেয়ার ছাড়ার ব্যাপারে অ্যালেন কমিশন নিয়ে কাজ করেন। এটা দারুণ সফল হয়। প্রযুক্তি ছাড়াও জৈব প্রযুক্তিতে তার আগ্রহ আছে। এজন্য ক্যান্সার চিকিৎসায়ও তিনি বিনিয়োগ করেছেন। বন্ধু বিল গেটসের মতো রসকষহীন নন। সঙ্গীত নিয়েও তার আগ্রহ আছে। এজন্য প্রায় ১৪ হাজার চারশ মিলিয়ন টাকা তিনি সিয়াটলের এক্সপেরিয়েন্স মিউজিক প্রতিষ্ঠানটিতে বিনিয়োগ করেছেন। জিমি হেনড্রিক্সের ভক্ত হিসেবে তার সঙ্গীতের গবেষণায় এই বিনিয়োগ! সঙ্গীত ছাড়াও খেলাধুলায় তার আগ্রহ আছে। এনবিএস-এর পোর্টল্যান্ড ট্রেলব্লেইজার্স দলটির মালিক তিনিই। এতো কিছু করলেও অ্যালেন সম্ভবত একটি বিষয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। দূরদর্শিতাই হোক বা অতিচালাকিই হোক, অ্যালেন অ্যামেরিকা অন লাইন (এওএল) তার শেয়ার বিক্রি করে দেন ১৯৯৪ সালে। যদি এতোদিন শেয়ার ধরে রাখতেন তাহলে শেয়ার মূল্য আজ দাঁড়াত ১০ বিলিয়ন ডলার।

মধ্য সাগরে ইয়টে আমেরিকার 'ওয়ান সেলিং' দলের সঙ্গে ঘুরতে দেখলে লোকটিকে ভ্যাগাবন্ড বা হেলপার মনে করবেন না। এই লোক আর কেউ নন লয়েন্স জে এলিসন। আমেরিকায় সবাই যাকে ল্যারি এলিসন বলে চেনে। ওরাকল করপোরেশন প্রতিষ্ঠানের একজন। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সফটওয়্যার কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা মাইক্রোসফটের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। টেক জগতের বাইরে লোকজন তাকে কম চেনে। বিলের মতোই তিনি মানুষের সঙ্গে মেশার সময় পান না। অবশ্য মেলামেশা করলে হিতে বিপরীত হতে পারতো। কারণ ল্যারি খুব খুঁতখুঁতে এবং বদমেজাজি। মাঝে এমন সময় গিয়েছে যে, ওরাকল থেকে চাকরি যাওয়াটা কৌতুকের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ল্যারির সঙ্গে গণ্ডগোল মানেই চাকরি নট। যতো তুচ্ছ কারণেই হোক। 'এটা কেন এমন হবে?' ব্যস, চাকরি শেষ, একনায়ক ল্যারিই ওরাকলে সব। এসব ব্যাপারে কোনো রাখঢাক নেই। সব খোলাখুলি বলেন ল্যারি। ভাবখানা এমন 'পারলে কিছু কর'। পুরনো

শীর্ষ ধনী তারকা

সেলিব্রেটিদের তালিকা দু'ভাবে দেখা হয়েছে। একটি কাভারেজ অনুযায়ী অন্যটি মোট আয় হিসেবে। গত বছরের শেষ ছয় মাস থেকে এ বছরের প্রথম ছয় মাস হিসাবে আনা হয়েছে। কাভারেজ অনুযায়ী টম ক্রুজ আছেন শীর্ষে। তিনি এ পর্যন্ত ১১বার পত্রিকার মূল একক কাভার হয়েছেন। ছবি ভ্যানিলা স্কাই, কিডম্যানের সঙ্গে ডিভোর্সই ছিল মূল বিষয়। ছিল পেনিলোপির সঙ্গে তার প্রেমও। টমের পরের স্থানটি কিংবদন্তি গলফার টাইগার উডসের। গত বছরের বাজে ফর্ম কাটিয়ে তিনি এবার দুর্দান্ত

অভিনেতা টম ক্রুজ, পপ তারকা ব্রিটনি স্পিয়ার্স কিংবা মেল গিবসন কাভারেজ অনুযায়ী এরা সবাই আছেন শীর্ষে

খেলছেন। বদলে গেছে তার গার্ল ফ্রেন্ড। ব্রিটনি স্পিয়ার্স তার ছবি, নতুন গানের জন্য মিডিয়া কাভারেজ পেয়েছেন। মেল গিবসনও আলোচনায় এসেছেন তার 'উই আর সোলজার্স' ছবিটির জন্য। ব্রেভহার্টের পরিচালক ওয়ালেসের সঙ্গে মিলে তিনি এই ছবিটি করেছেন। অনেকের ধারণা, ছবিটি এ যাবৎকালে ভিয়েতনাম নিয়ে বানানো শ্রেষ্ঠ যুদ্ধের ছবি। আয়ের দিক থেকে বাজিমাত করেছেন জর্জ লুকাস। স্টার ওয়ার্সের নতুন সিক্যুয়েল বের হয়ার আগে তিনি অ্যাকশন ফিগার, ব্যাগ, গেমস, সিডি ইত্যাদি থেকে আয় করেছেন ১৫০০ কোটি টাকা। তার বন্ধু স্পিলবার্গের আয় মাত্র ৩০৬ কোটি টাকা। রেসিং ট্র্যাক কাঁপিয়ে ফেলা মাইকেল সুমাখার এখন পর্যন্ত আয় করেছেন ৩৫৪ কোটি টাকা।

শীর্ষদশ সেলিব্রেটি

নাম	বার্ষিক আয় টাকা (কোটি)	কাভারেজ
টম ক্রুজ	২৫৯	১১
টাইগার উডস	৩১৮	৫
বিটলস্	৪২০	১
ব্রিটনি	২৩১	৫
ব্রুস উইলিস্	৪২০	২
মাইকেল জর্ডান	২২২	১
ব্যাকস্ট্রিট বয়েজ	২১৩	৩
এন সিঙ্ক	২৫২	৫
অপ্রাহ উনফ্রে	৯০০	০
মেল গিবসন	১৯০.৮	৪

সহকর্মী ব্লেমন্ড লেইন, থমাস সিবেলের সঙ্গে গণ্ডগোল হয় ল্যারির। ফলাফল, দুজনকেই চাকরি ছাড়তে হয়। তবে বদমেজাজি হলেও ব্যবসা ভালো বোঝেন। তার প্রমাণ আইবিএম ব্যবহারকারীরা ওরাকলের ডাটাবেজ সফটওয়্যার ব্যবহার করেন বেশি। মাইক্রোসফট হাজারো চেষ্টা করেও এক্ষেত্রে ওরাকলকে টেক্কা দিতে পারেনি।

অভিভাবকরা দুষ্টু বাচ্চাকে ব্যস্ত রাখতে নতুন পরিকল্পনা নিতে পারেন। বেশি করতে হবে না। ওয়াল মার্টের দোকানে নিয়ে বললেই হবে। 'প্রয়োজনীয় পণ্য অথচ এই দোকানে নেই। বের কর।' সারা দিন ব্যয় করলেও কোনো বাচ্চার পক্ষে এটা বের করা সম্ভব হবে না। সম্ভব হবে না কারণ ওয়াল মার্টে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব পণ্যই আছে। সেটা সাবান হোক, কাপড় হোক কিংবা খাবার-দাবার। এই বিশাল চেইন স্টোরের মালিক স্যাম ওয়ালটন এখন বেঁচে নেই। ১৯৯২ সালে মৃত্যুবরণ না করলে তিনিই হতেন সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। ওয়ালমার্টের মোট সম্পদের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। স্ত্রী হেলেন, ছেলে রবসন জন, জিম এবং মেয়ে অ্যালিস পুরো সম্পত্তির ভাগ পেয়েছেন। এরা প্রত্যেকেই ওয়াল মার্টের সাফল্যে আজ ধনী। ওয়ালমার্টের বোর্ডে অবশ্য রবসন এবং জন জড়িত। বাকিরা শুধু লভ্যাংশ পান। ওয়ালমার্টের ব্যবসাটি স্টোর ব্যবসার মতো। বিভিন্ন পণ্য তারা সবচেয়ে কম মূল্যে দিতে পারে। সস্তা হলেও পণ্যের মান ভালো। ব্যবসার নেটওয়ার্ক বড় হওয়ায় কেনার সময় বড় অর্ডারের সুবিধা পায় চেইন স্টোরটি। অনেক বছরের সুনামও এক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করে। মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়েই ধনী হয়েছে ওয়ালটন পরিবার।

প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নতি চেইন স্টোরের সাফল্য এশিয়া, আফ্রিকার অনেক ধনী ব্যক্তিকে শীর্ষদশের বাইরে ঠেলে দিয়েছে। ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসান আল বুকিয়ার

এ বছরের শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠান

নাম	মোট আয় (মিলিয়ন) টাকা
এক্সন মোবিল	১ কোটি ২৬ লাখ ২৪ হাজার
ওয়াল মার্ট	১ কোটি ১৬ লাখ
জেনারেল মোটরস	১ কোটি ১১ লাখ
ফোর্ড মোটরস	১ কোটি ৯ লাখ
ডাইমার ক্রিস্টাল	৯০ লাখ
রয়েল ডাচ/ শেল গ্রুপ	৮৯ লাখ
বিপি	৮৮ লাখ
জেনারেল ইলেক্ট্রিক	৭৮ লাখ
মিতসুবিশি	৭৬ লাখ
টয়োটা মোটরস	৭২ লাখ

বিল গেটস-এর ৩১৬৮ বিলিয়ন টাকাই তাকে পরিণত করেছে বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে

কথাই ধরুন। তেল, গ্যাস ক্ষেত্রে তিনি বিনিয়োগ করেছেন সবচেয়ে বেশি। শুধু শাসক হিসেবেই তিনি ব্যস্ত নন, ব্যস্ততা তার ব্যবসায়ী হিসেবেও। কথিত আছে, তিনি যখন বাথরুমে যান তখনও তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন। তেল ব্যবসা করেছেন আবুধাবির শেখ জায়েদও। তবে

এ বছরের শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠান

বিশ্বে গতির মূল্যই সর্বাধিক। তার প্রমাণ এক্সন মোবিল। উন্নয়ন এবং যাতায়াত কাজে ব্যবহৃত মোবিলের মূল্য পণ্য ব্যবহৃত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় স্থানে অবশ্যই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওয়ালমার্ট। দুই মোটরস জেনারেল ও ফোর্ড আছে এরপরই। নামী জাপানি প্রতিষ্ঠান টয়োটাকে টেক্কা দিয়েছে মিতসুবিশি। এই পরিবর্তন গাড়ি বিক্রির জন্য নয়, অন্যান্য বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন অস্ত্রপাতির ছোট পার্টস তৈরির জন্য মিতসুবিশি আয় করেছে বেশি।

তার মূল উত্থান পানি সরবরাহকে কেন্দ্রে করে। মরুশহরে পানির ব্যবসা তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন। অবশ্য জমি এবং অন্যান্য বিনিয়োগ থেকেও তার প্রচুর আয় হয়। এই দু'জনের সঙ্গে সৌদি আরবের বাদশাহ্ ফাহাদের কথাও বলতে হয়। প্রথম দু'জনের মতো তিনিও তেল, গ্যাসকেই মূল ব্যবসা ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। শীর্ষ দশ থেকে এদের বিচ্যুতির মূল কারণও প্রযুক্তি। প্রযুক্তি ব্যবসায় মুনাফা অনেক দ্রুত আসে। তাছাড়া এশিয়ার তুলোনায় উন্নত বিশ্বে টাকার লেনদেন (settlement) অনেক দ্রুততার সঙ্গে ঘটে।

এশিয়ার অন্যান্য দেশে ধনী লোকের খোঁজ পাওয়া যায়। এমনকি ভারতেরও। শুধু এদেশের খবর পাওয়া যায় না। ট্যাক্স ফাইলিং সমস্যা, দুর্নীতি, আয়ের ইচ্ছাকৃত ভুল রিপোর্টিং এর মূল সমস্যা। ব্যবসার অবস্থা ভালো হলেও দেখানো হয় খারাপ। সমস্যা আছে আরেকটি, আমাদের ব্যবসায়ীদের অনেকেই সাময়িক লাভ দেখেন। এরশাদ আমলে এক গাড়ি ব্যবসায়ী শুধু রাষ্ট্রপতির সঙ্গে গল্‌ফ কোর্সে আলাপ করেন। তার অনুরোধে গাড়ির ওপর আরোপিত শুল্ক হেরফের করা হয় অল্প সময়ের জন্য। যার জন্য ঐ কোম্পানি লাভ করে কোটি কোটি টাকা। বাংলাদেশে এমন ঘটনা প্রচুর ঘটে। কিন্তু এই সাময়িক লাভের জন্যই কোনো কোনো ব্যবসা দাঁড়াতে পারছে না। দূরদর্শী পরিকল্পনা থাকলে এতোদিনে বেশ কয়েকটি শিল্পের ভিত্তি অন্তত শক্ত হতো।

বিল গেটসের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। দূরদর্শিতা, কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার জোরে তিনি উঠে এসেছেন। ক্লিনটন যখন প্রেসিডেন্ট তখন পত্রিকায় কার্টুন বেরিয়েছিল। দুই বিল এক গাড়িতে যাচ্ছেন। ক্যাপশনে লেখা 'গেটস্ ও তার ড্রাইভার'। বিল গেটসের ক্ষমতা এর থেকেই বোঝা যায়। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এক সময় প্রযুক্তি ক্ষেত্রের রাজা বিল গেটসই হবেন। যেভাবে তিনি এগুচ্ছেন তাতে ব্যবসা, আর্থিক লেনদেন, নিত্যনৈমিত্তিক হিসাব– এগুলো সবই রেকর্ড করবে মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার।